غوثیه تربیتی نصاب

গাউসিয়া তারবিয়াতী নেসাব

প্রকাশনায়

আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া [ট্রাস্ট]

৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা) দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ। ফোন : ০৩১-২৮৫৫৯৭৬,

www.anjumantrust.org

e-mail:anjumantrust@yahoo.com,anjumantust@gmail.com

monthlytarjuman@yahoo.com,monthlytarjuman@ygmail.om

غوثیه تربیتی نصاب

গাউসিয়া তারবিয়াতী নেসাব

রাহনুমা-ই- শরীয়ত ও তরীক্বত আলমবরদার-ই আহলে সুন্নাত

হযরতুল আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তাহের শাহ ক্বেবলা

মুদ্দাযিল্লুহুল আলী

ও

পেশ্ওয়া-ই আহলে সুন্নাত পীর-ই-কামিল

হযরতুলহাজ্ব আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ ছাবের শাহ

মুদ্দাযিল্লুহুল আলী

এর

সদয় নির্দেশে প্রণীত ও প্রকাশিত

غوثیه تربیتی نصاب

গাউসিয়া তারবিয়াতী নিসাব

যাঁরা লিখেছেন

- মাওলানা **মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আলকাদেরী**
- মাওলানা **মুহাম্মদ সগীর ওসমানী**
- মাওলানা **মুহাম্মদ ওবায়দুল হক নঈমী**
- মাওলানা **মুহাম্মদ আবদুল মান্নান**
- মাওলানা **সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান**
- মাওলানা **কাযী মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ**
- মাওলানা **হাফেজ মুহাম্মদ সুলায়মান আনসারী**
- মাওলানা **কাযী মুহাম্মদ আবদুল আলীম রিজভী**
- মাওলানা **হাফেয মুহাম্মদ আশ্‌রাফুজ্জামান আল-ক্বাদেরী**
- মাওলানা **হাফেয মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান**

গাউসিয়া তারবিয়াতী নেসাব

সম্পাদনায় : মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

সহযোগীতায় : সৈয়দ মুহাম্মদ মনছুরুর রহমান
আবু নাসের মুহাম্মদ তৈয়ব আলী

১ম সংস্করণ : ০১ রজব শরীফ, ১৪৩০ হিজরি
: ১১ আষাঢ়, ১৪১৭ বাংলা
: ২৫ জুন, ২০০৯ ইংরেজী

৩৬ তম সংস্করণ : ২৫ রজব শরীফ, ১৪৪১ হিজরি
: ০৭ চৈত্র, ১৪২৬ বাংলা
: ২১ মার্চ, ২০২০ ইংরেজী

কম্পোজ : মুহাম্মদ ইকবাল উদ্দীন

হাদিয়া : **তিনশ' আশি** টাকা মাত্র

ISBN NO : 978-984-33-7703-6

'GHOWSIA TARBIYATI NESAB' WRITEN ACCORDING TO HOLY ORDER OF AALAM BARDAR-E AHLE SUNNAT HAZRAT ALLAMA SYED MOHAMMAD TAHER SHAH SAHEB & PIR-E- KAMEL HAZRATUL HAJ ALLAMA SYED MOHAMMAD SABER SHAH SAHEB MUDDAZILLUHUMAL ALI, **PUBLISHED BY** ANJUMAN-E-RAHMANIA AHMADIA SUNNIAH [TRUST], CHITTAGONG, BANGLADESH, HADIA- TK **380/-**ONLY.

আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর
সেক্রেটারী জেনারেল সাহেবের

বাণী

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

গাউসে যামান রাহনুমা-ই শরীয়ত ও ত্বরীকত হুযূর ক্বেবলা **সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্** রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বিগত ১৯৮৬ ইংরেজীতে আমাদের মহান সিল্‌সিলার ভাইদের, তথা **হুযূর গাউসুল আ'যম জীলানী** কুদ্দিসা সিররুহুল আযীয-এর অনুসারীদের জন্য 'গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ মহান ওলীর নির্দেশ যথাযথভাবে পালিত হয়েছে। গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সুচারুরূপে পরিচালিত হয়ে আজ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ও বিদেশে পর্যন্ত এর শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে। সুতরাং এ আদর্শ সংগঠনের অগণিত কর্মকর্তা ও সদস্যদের শিক্ষা ও দ্বীনী প্রশিক্ষণের জন্য একপর্যায়ে একটি পূর্ণাঙ্গ 'নেসাব' (পাঠ্যগ্রন্থ)'র প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করেন আমাদের বর্তমান হুযূর ক্বেবলা আলম বরদার-ই আহলে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা **সৈয়দ মুহাম্মদ তাহের শাহ্** সাহেব ক্বেবলা ও পরম শ্রদ্ধাভাজন পীর সাহেব ক্বেবলা হযরতুল আল্লামা **সৈয়দ মুহাম্মদ সাবির শাহ্** সাহেব দামাত বরকাতুহুমাল আলিয়া। সুতরাং ২০০৬ ইংরেজীতে বাংলাদেশ সফরকালে তাঁরা **'গাউসিয়া তারবিয়তী নেসাব'** নামের একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার সদয় নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য, হুযূর ক্বেবলাদ্বয়ই উক্ত 'নেসাব' প্রণয়নের জন্য 'দশজন' বিজ্ঞ ওলামা-ই কেরামের একটি 'পরিষদ' গঠন করে দেন। সুতরাং তাঁরা অতি কষ্ট করে বিভিন্ন যুগোপযোগী বিষয় সম্বলিত একটি প্রামাণ্য 'নেসাব' (গ্রন্থ) প্রণয়ন করেন। তারপর তাঁদের মধ্য থেকে হুযূর ক্বেবলার স্নেহভাজন মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান নেসাবটির সম্পাদনার গুরু দায়িত্বও পালনে যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় দেন।

বর্তমান হুযূর ক্বেবলাদ্বয়ের বরকতময় ফরমায়েশ সুন্দরভাবে বাস্তবায়িত হতে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আমি আমাদের পরম সম্মানিত হুযূর ক্বেবলার দরবারে শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আর 'নেসাব প্রণয়ন পরিষদ', সম্পাদক এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আর পরম করণাময়ের দরবারে ফরিয়াদ জানাচ্ছি যেন এ 'নেসাব' (গ্রন্থ) 'গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র জন্য অধিকতরপূর্ণতা আনে, বিশেষতঃ পাঠক সমাজকে বিশেষ উপকৃত করে। আ-মী-ন বিহুরমতে সাইয়্যেদিল মুরসালীন।

সালামান্তে

(আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন)

আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর
সিনিয়র সহ সভাপতি মহোদয়-এর

বাণী

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

কোন আদর্শকে ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের জন্য সংগঠন-সংস্থার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ কারণে আমাদের প্রাণপ্রিয় মুর্শিদে বরহক্ব হযরতুলহাজ্ব আল্লামা **সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ** সাহেব রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি 'গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ' গঠন করার নির্দেশ দেন। তাঁর এ বরকতময় নির্দেশ পালনে সচেষ্ট হয় 'আনজুমান-এ রাহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া [ট্রাষ্ট]।' আলহামদু লিল্লাহ! আঞ্জুমানের অধীনে একটি বলিষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটি দ্বারা পরিচালিত 'গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'-এর মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে দেশ-বিদেশে প্রচুর শাখা-প্রশাখা গঠিত হয়েছে এবং অতি সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

সাংগঠনিক অগ্রযাত্রার এক পর্যায়ে গাউসিয়া কমিটির সাথে সংশ্লিষ্ট ভাইদের এবং মুসলিম সাধারণের মধ্যে গাউসিয়া কমিটির আবেদন এবং বিশেষত ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারের নিমিত্তে একটি 'নেসাব' বা পাঠ্য গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়ে আসছিলো। অতএব গত ২০০৬ ইংরেজীতে সফরকালে হুযূর ক্বেবলা **সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্** সাহেব ক্বেবলা এবং পীর-ই কামিল হযরতুলহাজ্ব আল্লামা **সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ** সাহেব ক্বেবলা একটি পূর্ণাঙ্গ নেসাব প্রণয়ন ও প্রকাশের সদয় নির্দেশ দেন এবং এজন্য দশজন বিজ্ঞ ওলামা-ই কেরামের একটি কমিটি গঠন করে কিতাবটি প্রণয়নের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। কিতাবটির নামও হুযূর ক্বেবলাদ্বয় দিয়েছেন- **'গাউসিয়া তারবিয়াতী নেসাব'।**

উক্ত নেসাব প্রণয়ন কমিটির আপ্রাণ প্রচেষ্টায় ও বিশিষ্ট লেখক গবেষক আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নানের সম্পাদনায় যথাসময়ে **'গাউসিয়া তারবিয়াতী নেসাব'** গ্রন্থটি প্রণীত ও প্রকাশিত হচ্ছে বিধায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তৎসঙ্গে হুযূর ক্বেবলাদ্বয় এবং নেসাব প্রণয়ন পরিষদ, সম্পাদক এবং সংশ্লিষ্ট সকলের শোকরিয়া আদায় করছি।

গ্রন্থটিতে বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সুতরাং গাউসিয়া কমিটির সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় সেটার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অব্যাহত থাকলে এবং সাধারণ পাঠক সমাজও সেটা পাঠ-পর্যালোচনা করলে বিশেষভাবে উপকৃত হওয়া নিশ্চিত। আমি গ্রন্থটি পাঠ-পর্যালোচনা ও তদনুযায়ী আমল করার জন্য সবার প্রতি আবেদন জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে

(আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন)

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ-এর চেয়ারম্যান মহোদয়ের

অভিমত

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

একথা আজ মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট যে, শাহানশাহে সিরিকোটের বদান্যতায় আফ্রিকা ও বার্মাসহ উপমহাদেশের অগণিত মানুষ একটি সহীহ সিল্‌সিলাহ্ এবং ইসলামের একমাত্র সঠিক মতাদর্শের বহুমুখী শিক্ষার্জনের জন্য 'জামেয়া'সহ বহু দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আত্মশুদ্ধির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে আলমগীর খানক্বাহ্‌সহ অগণিত খানক্বাহ্ লাভ করে ধন্য হয়েছেন। এরই পরম্পরায় গাউসে যমান রাহনুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীক্বত হযরতুল আল্লামা **সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্** রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বিগত ১৯৮৬ ইংরেজীতে **'গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'** গঠনের নির্দেশ দেন। মহান ওলী-ই কামিলের এ সদয় নির্দেশ পালিত হয়ে 'গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ' আজ দেশ-বিদেশে তার যথাক্রমে বলিষ্ঠ কেন্দ্র ও শাখা-প্রশাখায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেছে। অগণিত পীরভাই ও হযরত গাউসুল আ'যম জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর আশেক্বান 'গাউসিয়া কমিটি'র সদস্য হন।

এ আধ্যাত্মিক তথা আত্মশুদ্ধিমূলক সংগঠনের অগণিত কর্মী ও মুসলিম সমাজে ইসলামী বিধিবিধান, সুন্নাতে রসূল এবং তরীক্বতের শিক্ষা ও দ্বীনী-প্রশিক্ষণের নিমিত্তে একটি পূর্ণাঙ্গ 'নেসাব' বা পাঠ্যগ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা প্রকটভাবে দেখা দেয়। এ প্রয়োজন পূরণার্থে ২০০৬ ইং সালে বাংলাদেশ সফরকালে আমাদের বর্তমান হুযূর ক্বেবলা হযরতুল আল্লামা **সৈয়দ মুহাম্মদ তাহের শাহ্** ও পরম সম্মানিত পীর সাহেব হযরতুল আল্লামা **সৈয়দ মুহাম্মদ সাবির শাহ্** সাহেব মুদ্দাজিল্লুহুমাল আলী 'গাউসিয়া তারবিয়াতী নেসাব' প্রণয়ণ ও প্রকাশের নির্দেশ প্রদান করেন এবং এজন্য একটি 'নেসাব প্রণয়ণ পরিষদ'ও গঠন করে দেন। পরিষদটি দীর্ঘদিন পরিশ্রম করে 'নেসাব গ্রন্থ'টি গাউসিয়া কমিটি তথা মুসলিম সমাজকে উপহার দিলেন। উল্লেখ্য, আমাদের হুযূর ক্বেবলাদ্বয় প্রতি সপ্তাহে 'দাওরা-ই দাওয়াতে খায়র' (কল্যাণের প্রতি আহবানের কাফেলা) বের করার জন্যও নির্দেশ দিয়েছেন। মোটকথা, দ্বীনী-শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এ 'নেসাব' গাউসিয়া কমিটির সাংগঠনিক প্রক্রিয়াকেও অধিকতর পূর্ণতা দান করলো।

নেসাবটিতে যেসব বিষয় স্থান পেয়েছে ওইগুলো যত্নসহকারে অধ্যয়ন ও নিজেদের জীবনে অনুশীলনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করলে উভয় জাহানের কামিয়াবী অনিবার্য। 'গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ' এর আলোকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করতে দৃঢ় প্রত্যয়ী। গাউসিয়া কমিটির সুদূর প্রসারী ও ফলপ্রসূ কর্মসূচীতে এ 'নেসাব' এক অকল্পনীয় সমৃদ্ধি আনয়ন করবে-এতে আমি দৃঢ় আশাবাদী।

পরিশেষে, আমাদের দ্বীনী ও সামাজিক ক্ষেত্রে অগণিত অবদানের জন্য আমাদের হুযূর ক্বেবলাগণ এবং অত্র 'নেসাব প্রণয়ন পরিষদ' ও সম্পাদক, সর্বোপরি এর প্রকাশক ও গাউসিয়া কমিটির পৃষ্ঠপোষক 'আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'-এর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তৎসঙ্গে 'গাউসিয়া তারবিয়াতী নেসাব' সংগ্রহ, পাঠ-পর্যালোচনা ও অনুশীলন এবং 'গাউসিয়া কমিটির' প্রতিটি স্তরকে 'সাপ্তাহিক দাওরা-ই দাওয়াত খায়র'-এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নে অংশ গ্রহণের জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

ইতি
সালাম ও ধন্যবাদান্তে
আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ
কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান
গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
◆ মুখবন্ধ	সাতাশ
◆ গাউসিয়া তারবিয়াত (গাউসিয়া প্রশিক্ষণ)	ঊনত্রিশ
◆ মহিলাদের তারবিয়াত	বত্রিশ
◆ মুনাজাতে আ'লা হযরত	চৌত্রিশ
◆ **ঈমান ও আক্বাইদ**	**১**
◆ ইলাহিয়্যাতের বিবরণ	৪
◆ আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়	৫
◆ আল্লাহ্‌র যাত বা সত্তা	৬
◆ আল্লাহ্‌র সিফাত বা গুণাবলী	৭
◆ 'আল্লাহ্‌র উপর ঈমান'র দাবী	১০
◆ আল্লাহকে ভালবাসার পূর্বশর্তসমূহ	১১
◆ আল্লাহ্‌র আনুগত্যের বিবরণ (اطاعت الٰہی)	১২
◆ শায়খ মোহাম্মদ শিরধীনি রাহমাতুল্লাহি আলায়হির ঘটনা	১৩
◆ আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করার বিবরণ	১৪
◆ ইবাদতে তাওহীদ (توحید فی العبادۃ)	১৫
◆ তাওহীদের গুরুত্ব ও ফযীলত	১৫
◆ শির্‌ক ও পৌত্তলিকতা	১৬
◆ শির্‌কের প্রকারভেদ	১৮
◆ শির্‌কের কুফল	১৯
◆ 'শির্‌ক' ও 'কুফর' সম্পর্কে আরো কিছু আলোচনা	১৯
◆ শিরক (شرک)	২০
◆ 'শির্‌ক'-এর সংজ্ঞা	২১
◆ শির্‌ক তিন ধরনের	২১
◆ কুফর (کفر)	৩১
◆ কুফরের হাক্বীক্বত	৩২
◆ কুফরের প্রকারভেদ	৩৩
◆ কুফরী কালাম	৩৪
◆ এক মহা ভ্রান্তধারণা 'পুনর্জন্মবাদ' বা 'জন্মান্তরবাদ' ও এর খণ্ডন	৩৯
◆ ঈমানের সপ্ত স্তম্ভ	৪২
◆ ঈমানের সপ্ত স্তম্ভের বিস্তারিত বর্ণনা	৪২
◆ আমলের চেয়ে ঈমানের গুরুত্ব বেশী	৪৪
◆ ঈমান বিল্লাহ (আল্লাহর উপর ঈমান)	৪৪
◆ ফিরিশ্‌তাদের প্রতি ঈমান	৪৪
◆ ফিরিশ্‌তাগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য	৪৫
◆ আসমানী কিতাবগুলোর উপর ঈমান	৪৫

- নবী-রসূলগণের উপর ঈমান ৪৬
- তাক্বদীরের উপর ঈমান ৪৭
- ক্বিয়ামত বা আখিরাতের উপর ঈমান ৪৭
- পুনরুত্থান দিবসের উপর ঈমান ৪৮

আক্বীদা সংক্রান্ত আরো কিছু বিষয় ৪৯

- আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কিত আক্বীদাসমূহ ৪৯
- তাক্বদীর ৫২
- নবী ও রসূল ৫২
- নবীগণের মর্যাদা ৫৪
- আমাদের নবীর বিশেষ বিশেষ ফযীলত ও পূর্ণতাসমূহ ৫৪
- মু'জিযা ৫৫
- আল্লাহ তা'আলার কিতাবসমূহ ৫৬
- ফিরিশতাগণের বর্ণনা ৫৬
- জিনের বর্ণনা ৫৭
- মৃত্যু এবং কবরের বর্ণনা ৫৭
- ক্বিয়ামত কিভাবে আসবে এবং এর লক্ষণসমূহ ৬০
- মীযান ৬৬
- পুলসিরাত ৬৬
- হাউযে কাউসার ৬৬
- মক্বামে মাহমুদ ৬৬
- লেওয়াউল হামদ ৬৭
- জান্নাতের বর্ণনা ৬৭
- দোযখ ৬৭
- ঈমান ও কুফর ৬৯
- বিদ'আত ৭০
- ইমামত ও খিলাফতের বর্ণনা ৭১
- খোলাফায়ে রাশেদীন ৭১
- সাহাবা-ই কেরাম ও আহলে বায়ত ৭২

ইসলামের কলেমাসমূহ ও কতিপয় পারিভাষিক শব্দ ৭৩

- কলেমা তৈয়্যব ৭৩
- কলেমা শাহাদাত ৭৩
- কালেমা তাওহীদ ৭৪
- কালেমা তামজীদ ৭৪
- ঈমান-ই মুজমাল ৭৪
- ঈমান-ই মুফাস্সাল ৭৪
- কালেমা-ই রদ্দে কুফর ৭৪
- শরীয়ত ও ফিক্বহ শাস্ত্রের পরিভাষাসমূহ ৭৪
- পরিভাষাগুলোর সংজ্ঞা ও বিধান ৭৫

নুবূয়ত ও রিসালত ৭৮

- নুবূয়ত ও রিসালতের প্রয়োজনীয়তা এবং নবী-রাসূল প্রেরণের কারণ ৭৮
- সমস্ত নবী ও রসূলের মূল বাণী ছিল এক ও অভিন্ন এবং তাঁদের শরীয়ত বা জীবন-বিধান ছিলো ভিন্ন ভিন্ন ৭৯
- রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের দ্বিতীয় ভিত্তি ৮০
- প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসমূহ ৮১
- হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'খাতামুন নাবিয়্যীন' বা সর্বশেষ নবী ৮৩
- নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী হওয়ার উপর ক্বোরআন ও হাদীসের দলিল ৮৪
- হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নুবূয়তের প্রমাণাদিঃ পবিত্র ক্বোরআন শরীফ ৮৫
- গায়বের সংবাদ দেয়া ৮৫
- তাঁর অসংখ্য মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনা ৮৮
- আহ্লে কিতাবের নিকট তাঁর পরিচিতি ৮৮
- তাঁর জীবনাদর্শ নুবূয়তের অন্যতম প্রমাণ ৯০
- 'নবী' ও 'রাসূল'-এর সংজ্ঞা এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ৯০
- নবী ও রাসূলের মধ্যে আরো কিছু পার্থক্য ৯১
- ওহীর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ ৯১
- নবী ও রসূলগণ আলায়হিমুস্ সালাম -এর বৈশিষ্ট্যাবলী ৯২

ভাল কাজের আদেশ আর মন্দকাজে নিষেধ করা ৯৯

- 'মা'রূফ' ও 'মুন্কার' কাকে বলে? ৯৯
- ইসলামে বিবেকের মর্যাদা কেন ও কখন? ১০০
- ভাল-মন্দ যাচাইয়ের উপায় কি? ১০১
- সিরাতে মুস্তাক্বীমের পরিচয় ১০২
- ইত্তিবা'-ই রাসূলের বাস্তব সুফল ১০২
- সত্য এবং মিথ্যার মৌলিক চাহিদা কি? ১০৩
- এ প্রেক্ষিতে ইসলাম কী চায়? ১০৩
- কী করতে হবে মুসলমানদের? ১০৩
- এ তো মহান আল্লাহর অবারিত করুণা! ১০৪
- জ্ঞানার্জন সম্পর্কে ইসলামের দিক নির্দেশনা ১০৬
- জ্ঞানীদের কর্তব্য সম্পর্কে পবিত্র ক্বোরআন ১০৭
- সম্মিলিত দায়িত্ব পালনের প্রতি ইসলামের তাগিদ ১০৭
- আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার এর দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা অমার্জনীয় অপরাধ ১০৮
- সমাজে আহবানকারীর দায়িত্ব কি? ১০৯
- কল্যাণের দিকে আহবানই এ মুসলিম উম্মাহর বৈশিষ্ট্য ১০৯
- পূর্ববর্তী উম্মতদের ব্যাপারে 'ক্বোরআন' ১১০

- এ কাজে সফলতা অর্জন করতে হলে যা নিতান্ত অপরিহার্য ১১০
- ইহুদী আলিমদের প্রতি খোদায়ী ভৎর্সনা ১১৫
- কল্যাণের পথে কে কিভাবে ডাকবে ১১৬
- পবিত্র ক্বোরআনে মু'মিন ও মুনাফিক্বের পরিচয় ১১৭
- সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধাদানের অপরিহার্যতা ১১৭
- চলমান বিশ্ব ও মুসলিম জাতি ১১৮
- কেন এই করুণ পরিণতি? ১১৯
- পরিত্রাণের উপায় কি? ১২০

◆ পবিত্রতার বিবরণ ১২২

- ওযূর বিবরণ ১২২
- ওযূর ফরয ১২৩
- ওযূর সুন্নাত ১২৩
- ওযূর মোস্তাহাব ১২৩
- ওযূর মাকরূহ ১২৩
- ওযূ ভঙ্গের কারণ ১২৪
- ওযূর নিয়ম ও দো'আগুলো ১২৪
- ওযূ সম্পর্কীয় বিভিন্ন মাসায়েল ১২৫
- শৌচকার্যের বিবরণ ১২৫
- হায়য ও নিফাসের বর্ণনা ১২৬
- হায়য ও নিফাস অবস্থায় করণীয় ১২৬

◆ গোসলের বিবরণ ১২৭

- গোসল ফরয হওয়ার কারণ ১২৭
- গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ ১২৭
- সুন্নত গোসল ১২৭
- মুস্তাহাব গোসল ১২৭
- গোসলের ফরয ১২৭
- গোসলের সুন্নত ১২৭
- গোসলের মুস্তাহাব ১২৮
- গোসলের নিয়্যত ১২৮
- গোসলের নিয়ম ১২৮

◆ তায়াম্মুম এর বিবরণ ১২৮

- যে যে কারণে তায়াম্মুম করা যায় ১২৮
- তায়াম্মুমের ফরয ১২৮

- তায়াম্মুমের সুন্নত ১২৯
- তায়াম্মুমের নিয়্যত ১২৯
- তায়াম্মুম করার নিয়ম ১২৯
- যে যে কারণে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয় ১২৯
- অন্যান্য মাসাইল ১২৯
- মসজিদের গুরুত্ব ও আদাব ১৩১
- মসজিদের আদাব ১৩২
- আযানের বর্ণনা ১৩৩
- আযানের নিয়ম ও শব্দসমূহ ১৩৩
- আযানের দো'আ ১৩৪
- আযানের জবাব ১৩৫
- ইক্বামত ১৩৬

◆ নামাযের বিবরণ ১৩৮

- নামাযের ফযীলত ১৩৮
- নামাযের ওয়াক্বতসমূহ ১৩৯
- যেসব সময়ে নামায পড়া নিষেধ ১৪০
- নামাযের পূর্বশর্তসমূহ ১৪২

◆ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বিবরণ ১৪৬

- দো'আ কুনুত **১৫০**
- শফীউল বিতর্ নামাযের নিয়্যত **১৫০**
- মেয়ে লোক ও পুরুষের নামাযের মধ্যে পার্থক্য ১৫১
- **জুমু'আর নামায ১৫১**
- জুমু'আর প্রথম খোৎবা **১৫৩**
- জুমু'আর দ্বিতীয় খোৎবা ১৫৬
- নামাযের নিয়ম ১৫৬
- নামাযের অভ্যন্তরীণ ফরযসমূহ ১৬০
- নামাযের ওয়াজিবসমূহ ১৬০
- নামাযের সুন্নাতসমূহ ১৬১
- নামাযের মুস্তাহাবসমূহ ১৬২
- সাজদা-ই সাহ্ভের বিবরণ ১৬২

◆ জামা'আতের বর্ণনা ১৬৪

- জামা'আতের ফযীলত ১৬৫
- সানী জামাত ১৬৭

- জামা'আত বর্জন করার অপকারিতা ১৬৭
- প্রথম কাতারের ফযীলত ১৬৮
- মাসবূক্ব সম্পর্কিত মাসা-ইল ১৬৯
- নামায ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের বর্ণনা ১৭০
- নামাযের মাকরূহসমূহের বর্ণনা ১৭৩
- মাকরূহে তানযীহী ১৭৬
- নামায ভঙ্গের অজুহাতসমূহ ১৭৭

- **কয়েকটি সূরা** **১৭৮**
- সূরা ফাতিহা ১৭৮
- সূরা ফীল ১৭৮
- সূরা ক্বোরাঈশ ১৭৯
- সূরা মা'ঊন ১৭৯
- সূরা কাউসার ১৮০
- সূরা কাফেরূন ১৮০
- সূরা নাস্র ১৮০
- সূরা লাহাব ১৮১
- সূরা ইখ্লাস ১৮১
- সূরা ফালাক্ব ১৮১
- সূরা নাস ১৮২

- **কতিপয় নফল নামায** **১৮৩**
- ইশ্রাক্বের নামায ১৮৩
- চাশ্তের নামায ১৮৩
- আওয়াবীনের নামায ১৮৪
- তাহাজ্জুদের নামায ও এর ফযীলত ১৮৫
- সালাতুত্তাস্বীহ ১৮৬

- **মুসাফিরের নামায** **১৮৭**
- মুসাফিরের হুকুম ১৮৭
- ক্বসর নামাযের নিয়্যত ১৮৮

- **ক্বাযা নামায** **১৮৮**
- ক্বাযা নামাযের নিয়্যত ১৮৯
- ওমরী ক্বাযা ১৯০

- **জানাযার নামাজের বর্ণনা** **১৯৪**
- মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার নিয়ম ১৯৭
- কাফন ১৯৮
- কাফন বিছানোর নিয়ম ১৯৮
- দাফন ১৯৯
- কবর যিয়ারত ১৯৯
- কবর যিয়ারতের নিয়ম ২০০
- ঈসালে সাওয়াব ২০১
- কবর তালক্বীনের নিয়ম ২০১
- দাফনের পর কবরে আযান ২০৫
- ফাতিহার নিয়ম ২০৫
- ইসক্বাত অর্থাৎ নামায রোযার কাফ্ফারার বর্ণনা ২০৭
- চাঁদ দেখার বিবরণ ২০৯
- সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ প্রসঙ্গ ২১০

- **রোযা** **২১২**
- রোযার সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ ২১৩
- রোযা কবে ও কিভাবে ফরয হয় ২১৪
- রোযার ফযীলত ২১৫
- হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ২১৬
- সাহ্রী ও ইফতারের ফযীলত ২২৪
- রোযা সম্পর্কে আরো কিছু আলোচনা ২২৬
- মাহে রমযানের রোযা ফরযে আইন হওয়ার দলীল ২২৬
- যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় এবং ক্বাযা ও কাফ্ফারা উভয়টা ওয়াজিব হয় ২২৮
- কাফ্ফারার বিবরণ ২২৯
- যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় এবং শুধু ক্বাযা ওয়াজিব হয় ২২৯
- রোযার মাকরূহসমূহ ২৩২
- রোযা অবস্থায় জায়েয কাজগুলো ২৩৩
- যা রোযাকে নষ্ট করে না ২৩৩
- রোযাবস্থায় ইনজেকশন ইন্হেলার গ্রহণ ও স্যালাইনের বিধান ২৩৪
- কি কি কারণে রোযা না রাখার অনুমতি আছে বা রোযা ভঙ্গ করতে পারে ২৩৬
- কয়েকটি নফল রোযার ফযীলত ২৩৮

- ইফতার এবং সাহ্‌রীর বর্ণনা ২৩৯
- ইফ্‌তারের দো'আ ২৩৯
- রোযার নিয়্যত ২৩৯

তারাভীহ্ নামাযের বর্ণনা ২৪০

- প্রতি চারি রাক'আত তারাভীহ নামাযের শেষে যে দো'আ পাঠ করা হয় ২৪১
- তারাবীহ্‌র মুনাজাত ২৪১
- শাবীনাহ্ ২৪৩

ই'তিকাফের বর্ণনা ২৪৩

- ওয়াজিব ই'তিকাফের বিবরণ ২৪৫
- সুন্নাত ই'তিকাফের বিবরণ ২৪৫
- যে যে কারণে এ'তিকাফাবস্থায় মসজিদ হতে বাহির হওয়া যায় ২৪৬
- মুস্তাহাব বা নফল ই'তিকাফের বিবরণ ২৪৬
- ই'তিকাফ ভঙ্গ করলে ক্বাযা দেওয়ার বর্ণনা ২৪৭

ঈদুল ফিতরের নামায ২৪৭

- এ নামায পড়ার নিয়ম ২৪৮
- ঈদুল আযহার নামায ২৪৮

সাদক্বাতুল ফিতরের বর্ণনা ২৪৯

- সদক্বা-ই ফিতরের পরিমাণ ২৫০
- সা'র পরিমাণ ২৫০
- নফল সাদক্বাসমূহ্ ২৫৩
- সাদ্‌ক্বাহ ঃ হাদীসের আলোকে ২৫৫

ক্বোরবানীর বর্ণনা ২৭০

- ক্বোরবানীর সময় ২৭০
- ক্বোরবানীর নিয়ম ২৭১
- গোশ্‌ত ও চামড়া ২৭২
- ক্বোরবানীর পশু ২৭৩
- ফায়দা ২৭৪
- ইসলামে তাক্বওয়াপূর্ণ ত্যাগের গুরুত্ব ২৭৫

যাকাত ২৭৭

- কিছু জরুরী মাসা-ইল ২৭৮
- নেসাব ও তদনুযায়ী যাকাতের পরিমাণ ২৭৯
- স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাতের নেসাব ২৭৯
- গরু এবং ছাগলের বিধান ২৮০
- ফসল-শস্য ইত্যাদি ২৮০
- যাকাতের খাতসমূহ ২৮১
- যাকাত না দেয়ার কুফল ২৮৫

হজ্জে বায়তুল্লাহ্ ২৮৮

- হজ্বের সংজ্ঞা ২৮৮
- হজ্জ কখন ফরয হয়? ২৮৯
- হজ্জের ফযা-ইল ২৮৯
- হজ্ব আদায় না করা কিংবা হজ্ব আদায়ে গাফিলতি করার ভয়ঙ্কর পরিণাম ২৯২
- হজ্বের মসা-ইল ২৯৪
- হজ্বের শর্তাবলীঃ হজ্বের শর্তসমূহ চার ভাগে বিভক্ত ২৯৪
- হজ্ব ওয়াজিব বা ফরয হওয়ার শর্তসমূহ ২৯৪
- হজ্ব আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী ২৯৫
- হজ্ব আদায় বিশুদ্ধ হবার শর্তাবলী ২৯৫
- হজ্ব আদায়ের পর দায়িত্বমুক্ত হওয়ার শর্তাবলী ২৯৬
- হজ্বের ফরযসমূহ ২৯৬
- হজ্জের ওয়াজিবসমূহ ২৯৬
- হজ্বের সুন্নাতসমূহ ২৯৭
- হেরেম এলাকায় নিষিদ্ধ কার্যাবলী ২৯৭
- মীক্বাতের বর্ণনা ২৯৮
- 'মীকাতে আ-ফাক্বী' বা বহিরাগত হাজীদের মীকাতের বর্ণনা ২৯৮
- হজ্জের প্রকারভেদ ও নিয়মাবলী ২৯৯
- বিস্তারিত নিয়মাবলী ২৯৯

ওমরাহ্ করার নিয়ম ৩০০

- ইহরাম ৩০০

- ইহরামের প্রকারভেদ ৩০০
- মহিলা ও শিশুর ইহরাম ৩০২

◆ তাওয়াফ ৩০২

- তাওয়াফের কিছু জরুরী মাসায়েল ৩০৩
- তাওয়াফের শর্তাবলী ৩০৩
- সা'ঈ সম্পর্কে জরুরী মাসায়েল ৩০৫
- কিছু জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় ৩০৬
- ওযর সম্পন্ন ব্যক্তির হজ্ব ৩০৭
- নাবালেগ শিশুর হজ্জ ৩০৭
- জিনায়াত বা ভুলত্রুটি ৩০৮
- কাফ্ফারা ৩০৮
- হজ্জের ক্বাযা ওয়াজিব হওয়ার কারণ ৩০৯

◆ হজ্জে বদল ৩০৯

- ইবাদতসমূহ শরীয়তের আলোকে তিন প্রকার ৩০৯

◆ মদীনা মুনাওয়ারায় রওযা-ই আক্বদাসের যিয়ারত ৩১১

- হেরম-ই নবভী ৩১১
- রওযা-ই আক্বদাসের দো'আ ৩১২
- নুরানী মাযার শরীফে উপস্থিত হওয়া ও যিয়ারত করার নিয়মাবলী ৩১৩
- নূরানী গড়ন মুবারক ৩১৩
- হযরত আবু বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর যিয়ারত ৩১৭
- হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ'র যিয়ারত ৩১৭
- মুয়াজাহ্ শরীফ ও মাক্বসূরাহ্ শরীফ ৩১৮
- হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা'র যিয়ারত ৩২২
- জান্নাতুল বক্বী'তে গিয়ে যে দো'আ পাঠ করা হয় ৩২৩

◆ ইসলামী অনুষ্ঠানমালা ৩৩১

- বারো মাসের আলোচনা ৩৩১
- পবিত্র মুহররম ও হিজরী নববর্ষ ৩৩১
- পবিত্র মহররম ও আশুরা ৩৩৪
- পবিত্র আশুরা দিবসের আমল ৩৩৫

- হাফতদানা ৩৩৬
- নবী বংশের পবিত্রতা ৩৩৬
- নবী বংশের পবিত্রতা হাদীসে রসূলের আলোকে ৩৪৪
- আখেরী চাহার শম্বাহ সম্পর্কে ফক্বীহগণের অভিমত/আনুষাঙ্গিক কথা ৩৪৭
- ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ৩৫৫
- হাদীস শরীফের আলোকে ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ৩৫৬
- সাহাবা-ই কেরাম ও বরেণ্য ওলামা-ই কেরামের অভিমত ৩৫৭
- মাহে রবিউল আউয়ালের ইবাদত ৩৬২
- মাহে রবিউল আখির ৩৬৩
- শাহানশাহে বাগদাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ৩৬৪
- হুযূর গাউসে পাকের 'মহিউদ্দীন' নামের তাৎপর্য ৩৬৪
- গেয়ারভী শরীফের উৎপত্তি ৩৭৪
- গেয়ারভী শরীফের ফযিলত ৩৭৭
- মাহে জুমাদাল উলা ৩৮১
- মাহে জুমাদাল আখিরাহ্ ৩৮২
- হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত ৩৮৩
- মাহে রজব ৩৮৭
- মিরাজুন্নবী : বিশ্বনবী এর অতুলনীয় মু'জিযা ৩৯০
- শাহে শা'বান ৪০৪
- পবিত্র শবে বরাতের ফযীলত ৪০৪
- মাহে রমযান ৪০৮
- মাহে শাওয়াল ৪১০
- মাহে যিলক্বদ ৪১১
- ফাতিহা, কুলখানি ও চেহলাম ইত্যাদির বর্ণনা ৪১৪
- বিবাহ্ ৪১৬
- বিবাহ্ কেন? ৪১৬
- বিবাহে কি দেখতে হবে? ৪১৭
- বিবাহের রুকন ও শর্তাবলী ৪১৭
- যাদের সাথে বিবাহ্ হারাম ৪১৮
- বিবাহ্ পড়ানোর নিয়ম ৪১৯
- দাম্পত্য জীবনের কিছু জরুরী বিষয় ৪২১
- বিবাহে যৌতুক প্রথা, মহর নির্ধারণ ও অনুষ্ঠানাদি ৪২২
- স্বামী ও স্ত্রীর কর্তব্য ৪২৫
- পর্দা ৪২৮

- আক্বীকা ৪৩০
- আ-দাবে মজলিস, মজলিসে উঠা-বসার নিয়মাবলী ৪৩১
- দাড়ি ৪৩৩
- পাগড়ী ৪৩৫
- সচ্চরিত্র ৪৩৬
- উত্তম চরিত্রের বিভিন্ন দিক ৪৩৭
- আদল বা ইনসাফ ৪৩৮
- সালাম বা অভিভাদন ৪৪০
- প্রাক-ইসলামী যুগে আরবদের অভিভাদন ৪৪২
- মুসাফাহাহ্ ও মু'আনাক্বাহ্ (করমর্দন ও আলিঙ্গন) ৪৪৩
- কদমবুচি ৪৪৫
- আদব বা শিষ্ঠাচার ৪৪৯
- উত্তম চরিত্র শিক্ষায় ইসলামের অবদান ৪৪৯
- উত্তম চরিত্রের উপকারিতা ৪৫১
- পোষাক-পরিচ্ছদ ৪৫২
- পানাহার ৪৫৫
- মন্দ চরিত্র ৪৫৭
- হিংসা-বিদ্বেষ ৪৫৭
- রিয়া ৪৬০
- রিয়াকার প্রতারক ৪৬৩
- রিয়াকারের জন্য বেহেশত হারাম ৪৬৩
- রিয়া থেকে বাঁচার উপায় ৪৬৪
- অহঙ্কার ৪৬৫
- অহঙ্কার প্রতিকারের উপায় ৪৬৮
- উজ্ব (আত্মবিমোহন) ৪৬৯
- রাগ ৪৭০
- রাগ শয়তানের পক্ষ হতে আসে ৪৭১
- রাগ ধ্বংসের কারণ ৪৭১
- ক্রোধ বড় শত্রু ৪৭২
- রাগ ঈমানের পরিপূর্ণতার অন্তরায় ৪৭৩
- রাগ সংবরণের উপায় ৪৭৩
- জিহবার অপব্যবহার ৪৭৪
- জিহবা সংযত করা মুক্তির উপায় ৪৭৪
- জিহবায় সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও সর্বনাশের মূল ৪৭৫

- অভিশাপ ও অশ্লীলতা ৪৭৬
- লা'নত করা সম্পর্কে শরঈ বিধান ৪৭৮
- মিথ্যা বলা ৪৭৯
- ঘটনা ৪৮১

গীবত ৪৮২
- গীবতের পরিচয় ৪৮২
- গীবতের পরিণাম ৪৮৬
- গীবতের কাফ্ফারা ৪৮৭
- চোগলখোরী ৪৮৮
- চোগলখোরের কবর আযাব ৪৮৯
- ঘটনা ৪৯০
- মদ ও জূয়া ৪৯১

ফাযা-ইলে ক্বোরআন ৪৯৬
- ক্বোরআন শিক্ষার্থী ও শিক্ষাদাতা শ্রেষ্ঠ ৪৯৬
- ক্বোরআন শিক্ষাই হল শ্রেষ্ঠ সম্পদ ৪৯৬
- এক হরফের বিনিময়ে দশটি সওয়াব ৪৯৭
- ক্বোরআন বিহীন অন্তর শূন্য ঘরের ন্যায় ৪৯৭
- নফল ইবাদতগুলোর মধ্যে ক্বোরআন তিলাওয়াত শ্রেষ্ঠ ৪৯৮
- অন্তরের মরিচা ক্বোরআন তিলাওয়াত দ্বারা দূরীভূত হয় ৪৯৮
- ক্বোরআন তেলাওয়াতকারীর মাতা-পিতাকে নুরের তাজ পরানো হবে ৪৯৮
- আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হলো ক্বোরআন তেলাওয়াত করা ৪৯৯
- ক্বোরআন তেলাওয়াতকারীদের প্রতি সর্বদা আল্লাহর কৃপা দৃষ্টি থাকে ৪৯৯
- ক্বোরআনুল করীম উম্মতের জন্য সুপারিশকারী ৪৯৯
- ক্বোরআনুল করীম শ্রবণেও ফযীলত রয়েছে ৫০০
- সূরা ফাতেহা পাঠের ফযীলত ৫০০
- সূরা ইয়াসীন পাঠের দরুণ পূর্বাপর সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায় ৫০০
- সূরা ইখলাসের ফযীলত ৫০১
- ক্বোরআন শিখে ভুলে যাওয়ার পরিণাম ভয়াবহ ৫০২
- ক্বোরআন পাঠ সম্পর্কে বুযুর্গদের বাণী ৫০২
- কয়েকটি মাসআলা ৫০৩

ফাযা-ইলে দুরূদ শরীফ ৫০৪
- সর্বাপেক্ষা বড় কৃপণ ৫০৫
- দীদার থেকে বঞ্চিত ৫০৫

- রাসূলের নাম শুনে দরূদ না পড়ার কারণে প্রিয় নবীর অভিশাপ ৫০৫
- জান্নাতের পথ ভুলে যাবে ৫০৬
- সকল দো'আ বা আবেদন ঝুলন্ত থাকে ৫০৭
- প্রিয় নবীর সর্বাধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি ৫০৭
- অন্তরের পরিচ্ছন্নতা ৫০৭
- গুনাহ্ মাফ হয়ে যায় ৫০৮
- দুরূদ শরীফ নূর-ই ৫০৯
- দশটি গুনাহ মাফ হয়ে যায় ৫০৯
- সত্তরবার ফিরিশতা রহমত বর্ষণ করেন ৫০৯
- উম্মতের দুরূদ রাসূল স্বয়ং শ্রবণ করেন ৫১০
- কতিপয় ঘটনার আলোকে দুরূদ শরীফের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ৫১০
- দুরূদ শরীফ সম্পর্কিত কতিপয় মাসআলা ৫১৩

◆ যিক্‌রের ফযীলত ৫১৪

- পবিত্র ক্বোরআনের আলোকে যিক্‌র-ই ইলাহীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য ৫১৪
- হাদীসের আলোকে যিকরের গুরুত্ব ৫১৭
- স্বীয় যবানকে আল্লাহর যিকির দ্বারা ভেজা রাখুন ৫১৭
- কথোপকথনে আল্লাহর যিকরের নির্দেশ ৫১৮
- যিকরে ইলাহী একটি সর্বোত্তম আমল ৫১৮
- আল্লাহর যিকর অন্তরের প্রশান্তি ৫১৯
- যিকরে ইলাহী আযাব থেকে রক্ষাকারী ৫২০
- যিকরের প্রতিদান ৫২০
- শয়তান থেকে বাঁচার অন্যতম উপায় হল আল্লাহর যিকর ৫২১
- আল্লাহর যিক্‌র দ্বারা ক্বলবের পবিত্রতা অর্জিত হয় ৫২১
- পাপকে পূণ্যে রূপান্তর করার অন্যতম পন্থা হল আল্লাহর যিক্‌র ৫২২
- ফজর ও আসর নামাযের পর যিকরের প্রতি রাসূলে পাকের তাগিদ ৫২৩
- যিকরে ইলাহীর দরুণ জ্বলন্ত আগুন থেকে মুক্তি লাভ ৫২৩
- যিকরের বিবিধ আলোচনা ৫২৩
- কোন্ প্রকার যিক্‌র উত্তম ৫২৬
- যিক্‌র সম্পর্কে সুফী ও আউলিয়া-ই কেরামের বাণী ৫২৬

◆ সুন্নাত ও বিদ'আত ৫২৮

- 'সুন্নাত'র পরিচিতি ৫২৮
- ক্বোরআন মজীদের আলোকে 'সুন্নাত' ৫৩০
- হাদীসে পাকের আলোকে সুন্নাত ৫৩২

- উপকারিতা ৫৩৩
- সুন্নাত পরিহারের অপকারিতা ৫৩৪
- অভ্যাসগত কাজগুলো পুণ্যে পরিণত করুন ৫৩৫

◆ বিদ'আত ৫৩৬

- বিদ'আতের সংজ্ঞা ৫৩৭
- বিদ'আতের প্রকারসমূহ ৫৩৮

◆ হালাল-হারাম ৫৪২

- হালাল-হারাম নির্ণয়ের উপায় ৫৪২
- ঘুষ ৫৪৬
- ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতা অভিশপ্ত ৫৪৮
- বাধ্য হয়ে এবং যুলম থেকে বাঁচার জন্য ঘুষ দিলে ঘুষদাতা অভিশপ্ত ও গুনাহ্গার হবে কিনা ৫৫০
- ঘুষের আভিধানিক অর্থ ৫৫১
- ঘুষের প্রকারভেদ ৫৫১
- মানুষ ঘুষ কেন খায়? ৫৫৩
- কর্মচারীরা বেতনভাতার অতিরিক্ত জনগণের নিকট হতে হাদিয়া বা উপঢৌকন হিসাবে কোন কিছু গ্রহণ করতে পারবে কিনা ৫৫৬
- বিচারক ঘুষ গ্রহণ করলে তার কি হুকুম ৫৫৮
- আইনের ভাষায় ঘুষের সংজ্ঞা ৫৫৯
- ঘুষের কুফলসমূহ ৫৫৯
- ঘুষ দূর করার উপায় বা প্রতিকার ৫৬০
- হাদিয়া (উপহার) আদান-প্রদান করা ৫৬৫
- ঘুষ ও হাদিয়ার মধ্যে পার্থক্য ৫৬৬
- ব্যাংক ও বীমা এবং সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থা ৫৬৮
- সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থায় যে ধরনের কার্যক্রম চলতে পারে ৫৭৫
- বীমা ৫৭৮
- ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য ঋণ ৫৮০

◆ আমানত ও খেয়ানত ৫৮২

- আমানতের গুরুত্ব ৫৮২
- এ জীবন হলো আমানত ৫৮৩
- চক্ষু একটি নি'মাত ৫৮৪
- কান একটি আমানত ৫৮৫
- জিহ্বা একটি আমানত ৫৮৫
- গুনাহ করা খেয়ানত ৫৮৫
- ধারকৃত বস্তু আমানত ৫৮৬

- এতিমের হক্ব ৫৮৬
- হালাল উপার্জনের চেষ্টাকারীর ফযীলত ৫৮৭
- সৎ ব্যবসায়ী রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে জান্নাতে থাকবেন ৫৮৯
- ব্যবসায়ীগণের প্রতিদিন কিছু দান-খায়রাত করা উচিত ৫৯০
- হারামখোরের দো'আ কবুল হবে না ৫৯২
- ওজনে কম দেয়া হারাম ৫৯৩
- কতেক হারাম কাজ ৫৯৩

- **বেচা-কেনা ৫৯৮**
- ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য যমীনে ছড়িয়ে পড়া চাই ৫৯৮
- বাকীতে খরিদ করা জায়েয ৫৯৮
- নিজের শারিরিক পরিশ্রম দ্বারা অর্থ উপার্জন করা অতি ফযীলতমন্ডিত ৫৯৮
- ব্যবসায়ীদের প্রতি আল্লাহ্ রহমত বর্ষণ করেন ৫৯৯
- কর্মচারীকে অবকাশ প্রদান ৫৯৯
- ক্রয়-বিক্রয়ের সময় মিথ্যা শপথ করা হারাম ৫৯৯
- ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেয়া ওজনে ও মাপে কম দেয়া হারাম ৬০০
- খাদ্য-দ্রব্য ক্রয় করে গুদামজাত করা বৈধ নয় ৬০০
- নিলামে বা ডাকে বিক্রি করা বৈধ ৬০০
- গর্ভের বাচ্চা ক্রয়-বিক্রয় করা নিষিদ্ধ ৬০১
- ক্ষেতের ফসল (যা এখনো কাটা হয়নি) ওজন কৃত খাদ্য শস্যের বিনিময়ে বিক্রি করার বর্ণনা ৬০১
- মৃত জন্তুর চর্বি গলানো জায়েয নেই ৬০২
- মদের ব্যবসাও হারাম ৬০২
- মূর্তি ও মৃত জন্তু বেচা-কেনা করা হারাম ৬০২
- যে সকল আয় নিষিদ্ধ ৬০২
- বাকী ক্রয়-বিক্রয় জায়েয ৬০৩
- ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে বরকত ৬০৪
- অগ্রিম ক্রয় বিক্রয়ের শর্ত ৬০৪
- প্রতিবেশীর হক্ব ৬০৫
- জমি ইজারা নেয়ার নিয়ম ৬০৫
- কোন প্রতিবেশীর অধিকার বেশী ৬০৫
- প্রয়োজনে অমুসলিমকে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করা জায়েয ৬০৬
- ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজের বিনিময়ে হাদিয়া নেয়া জায়েয ৬০৬
- ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ করা ৬০৭
- ঋণ পরিশোধের গুরুত্ব প্রসঙ্গে ৬০৭
- পাওনাদারের তাগাদা দেয়ার অধিকার আছে ৬০৮
- তিনটি কাজ হারাম ও তিনটি কাজ অপছন্দনীয় ৬০৮

- **ইসলামে তাক্বলীদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ৬০৯**
- তাক্বলীদ দু'প্রকার ৬১০
- কোন্ কোন্ বিষয়ে তাক্বলীদ করা যায় আর কোন্ কোন্ বিষয়ে করা যায় না? ৬১১
- কার উপর তাক্বলীদ করা ওয়াজিব এবং কার উপর ওয়াজিব নয় ৬১৪
- মুজতাহিদদের বিভিন্ন স্তর ৬১৪
- তাক্বলীদের সংজ্ঞা ৬১৫
- গায়রে মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের আরো কতিপয় প্রশ্নের জবাব ৬১৬
- তাক্বলীদ ওয়াজিব বা অপরিহার্য হবার প্রমাণাদি ৬১৮
- যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদি ৬২৫
- ইমাম আ'যম আবু হানীফা ৬২৬

- **তরীক্বতের প্রয়োজনীয়তা ৬৩৮**
- আউলিয়া-ই কেরাম তথা পীর-মুর্শিদ প্রয়োজন কেন? ৬৪১
- ইসলামের দৃষ্টিতে বায়'আতের গুরুত্ব ৬৪৩
- বায়'আত ঈমান রক্ষাকারী ৬৪৫
- ক্বোরআন মজীদের আলোকে বায়'আত ৬৪৬
- হাদীস শরীফের আলোকে বায়'আত ৬৪৭
- বায়'আত অস্বীকারকারীর বিধান ৬৪৯
- বায়'আতের শর্তাবলী (পীর সাহেবের মধ্যে) ৬৪৯

- **আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তথা সুন্নী জামা'আতের পরিচয় ৬৫১**
- গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কী ও কেন? ৬৫৪
- সমাজ ও দ্বীনি সংস্কার ৬৬২
- গাউসিয়া তারবিয়াতি মজলিস ৬৬৪
- কিছু বরকতময় খতম শরীফের বিবরণ: খতমে গাউসিয়া শরীফ ৬৭০
- গেয়ারভী শরীফের ফযীলত ৬৮১
- গেয়ারভী শরীফ আদায়ের নিয়ম ৬৮২
- বারভী শরীফ আদায়ের নিয়ম ৬৮৪
- মিলাদ শরীফ ৬৯২
- মুনাজাত ৬৯৬
- কতিপয় বরকতময় খতম ৬৯৮
- দো'আ-ই ইয়ূনুস ৬৯৯
- খতমে খাজেগান ৬৯৯

মুখবন্ধ

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম
নাহমাদুহূ ওয়া নুসাল্লী ওয়া নুসাল্লিমু আলা হাবীবিহিল কারীম।

সুদূর আফ্রিকা ও ইয়াঙ্গুনসহ এ উপমহাদেশের মুসলিম উম্মাহর সার্বিক কল্যাণ সাধনে 'ক্বাদেরিয়া সিরিকোটিয়া আলিয়া'র মাশাইখ হযরাতের অবদানগুলোর সুফল ও অব্যর্থ কার্যকারিতা আজ সকলের নিকট মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল। শরীয়ত ও তরীক্বত-এ উভয়ের সমান্তরাল গতিতে যুগোপযোগী খিদমতের ক্ষেত্রে সিরিকোটী দরবার শরীফের দৃষ্টান্ত বিরল। শতভাগ খাঁটি এ তরীক্বত ও সিলসিলাহ্ যেমন যুগযুগ ধরে অগণিত মানুষকে ইসলামের সঠিক পথে পরিচালিত করে আসছে, তেমনি শরীয়ত-তরীক্বতসহ বহুমুখী শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে এ মহান দরবারের বাস্তব পদক্ষেপ ও কর্মসূচীগুলো অকল্পনীয় দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করে আসছে। এ মহান দরবারের সুদূর প্রসারী অব্যর্থ কর্মসূচীগুলো ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে বাস্তবায়িত থাকুক- এটাই আজ আপামর মানুষের প্রাণের প্রার্থনা। আ-মী-ন!

সিরিকোটী দরবারের অবদানগুলোর মধ্যে 'গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিগত ১৯৮৬ ইংরেজীতে গাউসে যমান হযরতুল আল্লামা মুর্শিদে বরহক্ব **সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্** সাহেব রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এ কমিটি গঠনের সদয় নির্দেশ প্রদান করেন। তাঁরই বেলায়তী সদারতে পরিচালিত 'আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট' সাথে সাথে এ বরকতময় নির্দেশ পালনে সচেষ্ট হয়। ফলে 'গাউসিয়া কমিটি'র এ সজীব বৃক্ষটি শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে দেশের গন্ডির বাইরে বহির্বিশ্বের মুসলিম সাধারণের মধ্যেও বিস্তার লাভ করেছে। বলাবাহুল্য, 'গাউসিয়া কমিটি' তার দ্বীনী ও সেবামূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে অব্যাহত গতিতে।

মানুষের হৃদয়-মনকে দ্বীনের সঠিক আদর্শের আলোতে উদ্ভাসিত করা যায় যথোপযুক্ত শিক্ষা ও ওই শিক্ষানুসারে যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে। গাউসিয়া কমিটির মতো বিশাল সংগঠনটিও এ সত্যটি বাস্তবায়িত করতে সক্ষম। তবে এ জন্য চাই একটি পূর্ণাঙ্গ 'নেসাব' বা পাঠ্যগ্রন্থ। আলহামদু লিল্লাহ্ আমাদের বর্তমান হুযূর ক্বেবলাদ্বয় বিগত ২০০৬ সনে বাংলাদেশ সফরে তাশরীফ আনয়ন করলে এ ধরনের একটি 'নেসাব' প্রণয়ণ ও প্রকাশের ফরমায়েশ করেন। এ জন্য তাঁরা নিজেরাই দশজন বিজ্ঞ ওলামা-ই কেরামকে নিয়ে একটি 'নেসাব প্রণয়ণ পরিষদ' গঠন করে দেন। পরিষদে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের নাম গ্রন্থের প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে।

উক্ত 'পরিষদ' অতি যত্ন সহকারে উক্ত নেসাব প্রণয়ণ করেন। তাছাড়া, আরো কয়েকজন বিজ্ঞ লেখকের লেখাও এ নেসাবে সন্নিবিষ্ট করা হয়। অধ্যক্ষ মাওলানা বদিউল আলম

রেযভী এবং এড. মুহাম্মদ মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ণ গ্রন্থটির সম্পাদনা করেন মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান। অন্যান্য সহযোগীতায় ছিলেন সৈয়দ মুহাম্মদ মনসূরুর রহমান, আবূ নাসের মুহাম্মদ তৈয়্যব আলী ও মুহাম্মদ ইকবাল উদ্দীন। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন আঞ্জুমানের সম্মানিত প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক জনাব আলহাজ্ব রশিদুল হক। প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন 'গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান সাবেক কমিশনার আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ।

নেসাব গ্রন্থটিতে হুযূর ক্বেবলাদ্বয়ের সদয় পরামর্শ অনুসারে গাউসিয়া কমিটির আপামর সদস্যবৃন্দ তথা মুসলিম সমাজের জন্য উপকারী বহু বিষয়বস্তু, যেমন- ঈমান-আক্বীদা, তাওহীদ-রিসালত, ইসলামের পঞ্চ বুনিয়াদ (কলেমা, নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্ব), সৎকর্মের প্রতি আহবান ও অসৎকর্মে বাধাদানের গুরুত্ব, ইসলামী অনুষ্ঠানমালা, অন্যান্য নফল ইবাদত, হালাল-হারাম, সুন্নাত-বিদ'আত, বীমা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার শরীয়তী বিধান, তরীক্বত, তাক্বলীদ ও বায়'আতের গুরুত্ব এবং গাউসিয়া কমিটি গঠনের ইতিহাস ও এর কর্মসূচী ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ। অতি সতর্কতার সাথে গ্রন্থে স্থান দেয়া হয়েছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে আরেকটি বিষয় সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তাহচ্ছে 'দাওরা-ই দাওয়াত-ই খায়র' তথা প্রকৃত আদর্শ প্রচার ও প্রসারে সুচিন্তিত পদ্ধতি যা হুযূর ক্বেবলাদ্বয়ের সদয় দিকনির্দেশনানুসারে প্রণীত হয়েছে এবং দ্রুত বাস্তবায়িতও হতে যাচ্ছে।

এ বিরাটাকার গ্রন্থটির প্রকাশনার প্রতিটি দিকে অতি সতর্কদৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। মুদ্রণপ্রমাদ এড়ানোর জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে। তবুও মানুষ হিসেবে তাতে আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও মুদ্রণপ্রমাদ থাকা অস্বাভাবিক নয়। কোন পাঠকের চোখে এমন কিছু প্রকাশ পেলে গঠনমূলক ও আন্তরিক পরামর্শ দিতে পারেন, যা সাদরে বিবেচনার মাধ্যমে প্রতিকারের ক্ষেত্রে আমাদের প্রতি সহযোগীতা হবে।

পরিশেষে, আল্লাহর ওলীর আদেশ বাস্তবায়নেও অকল্পনীয় বরকত রয়েছে। আল্লাহ এর বরকত লাভ করার আমাদের সবাইকে তাওফীক্ব দিন! 'নেসাব গ্রন্থ'টি গাউসিয়া কমিটি ও পাঠক সমাজের উপকারে আসলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে সব ধরনের 'কার-ই খায়র' (পূণ্যময় কাজে) অংশ গ্রহণ করার সামর্থ্য দান করুন! আ-মী-ন!!

———o———

গাউসিয়া তারবিয়াত (গাউসিয়া প্রশিক্ষণ) ও গাউসিয়া তারবিয়াতী নেসাব থেকে দরস দেয়ার নিয়ম

হুযূর ক্বেবলা আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ দামাত বরকাতুহুমুল আলিয়া ও হুযূর ক্বেবলা আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবের শাহ মুদ্দাযিল্লুল আলীর এরশাদ অনুসারে-

এক. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র কেন্দ্রীয় কমিটির তত্ত্বাবধানে 'তারবিয়াত' বা প্রশিক্ষণ এবং এ গাউসিয়া তারবিয়াতী নেসাব অনুযায়ী দরস দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। বিজ্ঞ ওলামা-ই কেরাম ও দক্ষ প্রশিক্ষকগণ একেকটি নির্দিষ্ট সেশনে প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্ত করেন। তাই, 'গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ' -এর প্রতিটি শাখা কমিটির কর্মকর্তাগণ কেন্দ্রীয় কমিটির ঘোষিত সূচী ও সেশন অনুযায়ী ওই প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্ত করবেন। আর প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণগণই কেন্দ্রীয় কমিটির পরিচালনায় প্রতিটি শাখার কর্মসূচী অনুযায়ী শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেন। উল্লেখ্য, গাউসিয়া কমিটি কেন্দ্রীয় ও শাখা কমিটিগুলোর প্রত্যেকটিতে একজন করে 'দাওরাহ্-ই দাওয়াত-ই খায়র' সম্পাদক-এর পদসংযোজন করা হয়েছে। এ পদে অধিষ্ঠিত সম্পাদক এমনই শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হবেন এবং প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট কমিটি এ দাওয়াতে খায়র যথানিয়মে ও সুচারুরূপে পরিচালনা করবেন।

দুই. দাওরাহ্-ই দাওয়াত-ই খায়র

'গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ' -এর প্রত্যেক স্তরের শাখা কমিটি পৃথক পৃথকভাবে কিংবা সংশ্লিষ্ট এলাকার অধ:স্তন কমিটি/ কমিটিগুলোর সমন্বয়ে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার 'দাওরাহ্-ই দাওয়াত-ই খায়র, (সত্যের প্রতি আহবানকারী কাফেলা)'র আয়োজন করবে। এর নিয়ম হবে-সংশ্লিষ্ট এলাকার সর্বোচ্চ কমিটি এককভাবে অথবা অধ:স্তন কমিটি বা কমিটিগুলোর সাথে পরামর্শ করে ওই এলাকায় একটি মসজিদে 'দাওয়াত'র কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সপ্তাহের প্রথম তিনদিনের মধ্যে নির্ণয় করবেন এবং ওই প্রস্তাবিত মসজিদের ইমাম/খতিব/পরিচালনা কমিটির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে দাওয়াতের কর্মসূচী নিশ্চিত করবেন। তারপর সংশ্লিষ্ট কমিটি বা কমিটিগুলোর কর্মকর্তাগণ ওই বৃহস্পতিবার উক্ত মসজিদে 'দাওয়াত-ই খায়র'-এর কর্মসূচীর কথা সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রচার করতে থাকবেন। ওই বৃহস্পতিবার আসরের নামায সংশ্লিষ্টগণ ওই মসজিদে জমা'আত সহকারে সম্পন্ন করবেন। ইমাম সাহেব সালাম ফেরানোর পরপর একজন দাঁড়িয়ে এভাবে এ'লান করবেন-

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ!

সম্মানিত মুসল্লী ভাইয়েরা! আপনাদেরকে একটি সুসংবাদ জানানোর জন্য আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজ মাগরিব নামাযের পরপর এই মসজিদে "দাওয়াত-ই খায়র" উপলক্ষে একটি 'তারবিয়াতী মাহফিল' অনুষ্ঠিত হবে। এতে নামায রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের আমাদের প্রশিক্ষিত মু'আল্লিম, সারগর্ভ আলোচনা করবেন এবং দ্বীনী মাসআলা-মাসাইলের প্রশিক্ষণ দেবেন। পরিশেষে সংক্ষিপ্তভাবে বিশেষ মুনাজাত করা হবে। আপনাদের সবার দাওয়াত রইলো। আপনারা আপনাদের জীবনের কিছু মূল্যবান সময় এ 'দ্বীনী ও উভয় জাহানের জন্য কল্যাণময় কাজে ব্যয় করুন! আল্লাহ তাওফীক্ব দিন!! আমীন। ওয়াস্ সালামু আলাইকুম!!

আসরের নামাযের আখেরী মুনাজাতের পর মসজিদ থেকে বের হয়ে মসজিদের আসে পাশের এলাকায় কিছুক্ষণ 'দাওরাহ' (প্রদক্ষিণ) করবেন, সম্মুখস্থ পথচারী, দোকানদার ও এলাকাবাসীকে মাগরিব নামাযের পর অনুষ্ঠিতব্য মাহফিলের প্রতি অতি নম্র ও মিষ্ট ভাষায় দাওয়াত দিতে থাকবেন। এরপর নিজেরা মাগরিবের নামাযের পূর্ণপ্রস্তুতি নিয়ে উক্ত মসজিদে মাগরিবের জামা'আতে শামিল হবার জন্য হাযির হয়ে যাবেন।

ওই মসজিদে মাগরিবের নামায জামা'আত সহকারে সম্পন্ন করার পরপর মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে, নামাযরত মুসল্লীদের অসুবিধা ঘটবে না এমন পন্থায় এভাবে এ'লান করতে থাকবেন-

"সম্মানিত মুসল্লীভাইগণ!

আপনারা মসজিদের .....পাশে/বারান্দায় অনুগ্রহপূর্বক বসে পড়ুন!

তারপর, মাহফিল আরম্ভ হবে-

প্রথমে পবিত্র ক্বোরআন থেকে তেলাওয়াত ও না'তে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম (নাতিদীর্ঘ) পরিবেশন করা হবে। তারপর 'কান্যুল ঈমান' থেকে সংক্ষিপ্তাকারে তরজমা ও তাফসির পেশ করা হবে, তারপর 'মিরআত শরহে মিশকাত' থেকে হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা পেশ করা হবে। তারপর 'তারবিয়াতী নেসাব' থেকে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে লিখিত বিষয়বস্তু পড়বেন এবং পরপর নির্দিষ্ট মু'আল্লিম সাহেব বিশ্লেষণমূলক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করবেন। বক্তব্যে সময়োচিত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে।

তারপর প্রশিক্ষণ

কিছুক্ষণ নামাযের সূরা ক্বিরআত পড়িয়ে দাঁড় করিয়ে নামাযের বাস্তব প্রশিক্ষণ দেবেন। (সময় অনুসারে হজ্ব ইত্যাদি বিষয়েও এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।)

এশার নামাযের পূর্ব পর্যন্ত আধা ঘন্টার মধ্যে মাহফিল সমাপ্ত করার চেষ্টা করা হবে, মসজিদের নির্দিষ্ট সময় অনুসারে সবাই জমা'আতে সামিল হবেন।
পরিশেষে, আখেরী মুনাজাতের মাধ্যমে মাহফিলের ইতি টানা হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

- এ মাহফিলে পরবর্তী দাওয়াতী মাহফিলের ঘোষণা করা হবে, তাবাররুকের ব্যবস্থা করা হবে না ।
- পবিত্র ক্বোরআনের তাফসীর ও হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা এবং নেসাব থেকে পড়ে শোনানোর সময় হুবহু পড়ে শোনাবেন। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানা না থাকলে মোটেই তা করা যাবে না।
- পবিত্র ক্বোরআন ও হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা এবং নেসাবের দরস দেওয়ার সময় সবার মনযোগ সেদিকে থাকা বাঞ্ছনীয়। অন্য কথাবার্তা, অন্য মনস্কতা সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয়।
- প্রশিক্ষণের সময় কেউ কোন বিষয় বা মাসআলা জানতে চাইলে মু'আল্লিম সাহেব নিজের নিশ্চিত জ্ঞান থেকে জবাব দেবেন। অন্যথায় নির্দ্বিধায় বলবেন আমি ভালভাবে জেনে পরবর্তী মজলিশে বলবো।
- পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্ব, শ্রদ্ধাবোধ ও নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য এবং ঈমান, আক্বিদা ও আমলের প্রতি পূর্ণ সচেতনতার অনুশীলনই হবে এ তারবিয়াতী দাওরাহ্ ও মাহফিলের অন্যতম উদ্দেশ্য।

মহিলাদের তারবিয়াত

মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ করেছেন নারী জাতিকে। মানব সমাজের অর্দ্ধেক হলো নারী। পুরুষের ন্যায় নারীদের সৃষ্টিতে মহান স্রষ্টা বহু রহস্য গচ্ছিত রেখেছেন। আল্লাহ-রাসূলের পছন্দনীয় সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাই, ইসলামে নারীদের জন্যও অনুশাসন রেখেছেন। ইসলাম নারীদের সর্বাধিক মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে।
সুতরাং 'গাউসিয়া তারবিয়াতী' কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণও বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় ও ফলপ্রসূ। পুরুষের মতো নারীরাও তাঁদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে র'য়ে অন্য নারীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতে পারবেন। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা-ই কেরামের যুগ থেকে নারী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুন্নাতটি অব্যাহতভাবে চলে আসছে। তাছাড়া, মেধাবী মহিলারা শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত হয়ে অন্যান্য মহিলাদের, এমনকি শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেবেন । এমন কিছু নারীসংশ্লিষ্ট মাসআলা-মাসাইল আছে, যেগুলো শুধু মহিলারা বিস্তারিতভাবে শিক্ষা দেয়াই সমীচিন। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি

ওয়াসাল্লাম এমন কিছু মাসআলা ইঙ্গিতপূর্ণ, শালীন ও ভদ্র ভাষায় বলে ক্ষান্ত হলে উম্মুল মু'মিনীনগণ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুন্না প্রশ্নকারীনীকে আড়ালে ডেকে নিয়ে তার উদ্দেশে প্রদত্ত জবাবের বিশ্লেষণ করে দিতেন। সুবহা-নাল্লাহিল 'আযীম। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের হুযূর ক্বেবলাগণের পবিত্র দরবারেও সুন্নাতসম্মত নিয়মে অগণিত মহিলা বায়'আত গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন ও হয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের মধ্যেও রয়েছেন অগণিত মেধাবী, শিক্ষিতা, সৎ-সাহসী, সংগঠনমনা মহিলা। সুতরাং তাঁরাও যদি 'গাউসিয়া তারবিয়াতী প্রশিক্ষণ' নিয়ে অপরাপর পীর-বোন, এমনকি, পার্শ্ববর্তী অন্যান্য মহিলা ও শিশুদের মধ্যে দ্বীনী শিক্ষা ও
মাস্আলা-মাসাইলের প্রচারণা চালাতে পারেন। এভাবে তাঁদের প্রচারণা ব্যাপকতা লাভ করলে এখন 'গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ' তার মহিলা শাখা প্রতিষ্ঠা করেছে । মহিলারা এ শাখার সাথে যোগাযোগ করে মহিলা ও শিশুদের মধ্যে দাওয়াতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারবেন ।
আমরা আনন্দের সাথে ঘোষণা করছি যে, সিলসিলাহ্ভুক্ত সম্মানিত পীর-বোনদের মধ্যে 'তারবিয়াত' বা প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য সুব্যস্থা করেছে- গাউসিয়া কমিটি বাংদেশের কেন্দ্রীয় কমিটি। সম্পূর্ণ শরীয়ত সম্মত উপায়ে এ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। তারপর তাঁদের মাধ্যমে গঠিত কমিটি দ্বারা ব্যাপকভাবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
সুতরাং প্রশিক্ষিত পীর-বোনেরা খানকাহ্ শরীফে কিংবা আপন আপন ঘরে কিংবা নিজ আওতাভুক্ত নিরাপদ ও উপযুক্ত (পর্দাসম্মত) স্থানে সাপ্তাহিক একদিন স্থানীয় মহিলাদের দাওয়াত এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেবেন। তাঁদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সময়োচিত পদ্ধতি প্রশিক্ষিত মহিলাগণ নির্দ্ধারণ করতে পারবেন। যেমন-
নির্দ্ধারিত সময়ে নির্দ্ধারিত স্থানে আয়োজিত মহিলা মাহফিলে শুধু মহিলাগণ অংশ গ্রহণ করবেন। প্রত্যেকে একথা মনে রাখবেন যে, পর্দা হচ্ছে নারীদের মৌলিক ভূষণ, নারীদের আত্মমর্যাদা। একজন পর্দানশীন মহিলাই তাঁর খোদাপ্রদত্ত শোভা ও মর্যাদাকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার মতো মেধার পরিচয় দেন। এতেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল খুশী হন। তাঁরাই সহজে জান্নাত লাভ করতে পারেন। পক্ষান্তরে বেপর্দা নারী নিজেকে অসম্মান করে থাকে, তদুপরি, সমাজে নানা অশান্তি ও ফিৎনার কারণ হয়। নিজেরাও হয় দোযখের উপযোগী, অন্যদেরও করে গুনাহগার। এসব কারণে ইসলাম নারীদের পর্দার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। তাই, মাহফিলে অংশ গ্রহণকারী প্রতিটি মহিলা নেক্বাবসহ বোরক্বা পরিধান করবেন। তারপর মাহফিলের কর্মসূচী অনুসারে প্রতিটি ওয়াজ-তকরীর মনযোগ সহকারে শুনবেন। সবাই পিনপতন নিরবতা অবলম্বন করতে অভ্যস্ত হবেন আর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করবেন।
মাহফিলের বক্তব্যগুলোর আওয়াজ আয়োজিত মাহফিলের বাইরে যেতে দেয়া যাবে না। মাইক দিয়ে বাইরে শুনানো যাবে না, প্রয়োজনে মাহফিলের জন্য সীমিতস্বর

পরিবেশক সাউন্ডবক্স ব্যবহার করা যাবে।

পবিত্র ক্বোরআন তিলাওয়াত ও না'তে রাসূল পরিবেশনের মাধ্যমে মাহফিল আরম্ভ করা হবে। নিম্নস্বরে একজন মহিলা এ তিলাওয়াত সম্পন্ন করবেন। তারপর প্রশিক্ষক মহিলা দাঁড়িয়ে প্রথমে কিছু যিকর ও দুরূদ পড়াবেন উল্লেখ্য, হাস্‌বী রাব্বী জাল্লাল্লাহ! মা-ফী ক্বালবী গায়রুল্লাহ (শেষ পর্যন্ত) একটি উন্নতমানের যিকর। আর আল্লা-হুম্মা সল্লে 'আলা সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিন..... দুরূদ বেছে নিতে পারেন। তারপর তিনি প্রথমে ইসলামে নারীর মর্যাদা, নারীর কর্তব্য ও নারীর সাফল্যের উপায়ের উপর কিছু বক্তব্য ক্বোরআন-হাদীসের আলোকে পেশ করবেন। উল্লেখ্য, এ ধরনের মহিলা মাহফিলেও 'কান্‌যুল ঈমান' ও এর সংশ্লিষ্ট তাফসীরগ্রন্থ দু'টি থেকে তরজমা ও তাফসীর পড়ে শুনাবেন। 'মিরকাত শরহে মিশকাত' থেকে হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা পড়ে শুনাবেন। 'সূরা নূর' ও সূরা নিসা ইত্যাদি নারী বিষয়ক বিধি-বিধান রয়েছে সেগুলো নারীদের বিশেষ উপকারী। হুযূর-ই আক্‌রামও নারীদের এসব বিধি-বিধান শিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

তারপর 'গাউসিয়া তারবিয়াতী নেসাব' থেকে কিছু পড়বেন। আর সবাই মনযোগ সহকারে শুনবেন। শ্রোতাদের মধ্যে কারো কিছু জানার থাকলে প্রশ্ন করে জেনে নিতে পারবেন। প্রশিক্ষকগণের কোন মাসআলা জানা না থাকলে 'পরবর্তীতে জেনে বলবেন'- বলতে মোটেই দ্বিধাবোধ করবেন না।

এরপর উপস্থিত মহিলাদের পবিত্র ক্বোরআন থেকে সূরা-ক্বিরআত ইত্যাদি শিক্ষা দেবেন। আর নামাযের পদ্ধতি পাক-পবিত্রতা ইত্যাদি মাসআলা-মাসাইল শেখাবেন। পরিশেষে দো'আ-মুনাজাতের মাধ্যমে মাহফিলের ইতি টানবেন।

مناجات

امام اہلسنت مجدد دین وملت

مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ

یاالٰہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو — جب پڑے مشکل شہِ مشکل کُشا کا ساتھ ہو

یاالٰہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو — شادیٔ دیدارِ حسنِ مصطفےٰ کا ساتھ ہو

یاالٰہی گور تیرہ کی جب آئے سخت رات — انکے پیارے منہ کی صبح جانفزا کا ساتھ ہو

یاالٰہی جب پڑے محشر میں شورِ دار و گیر — امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو

یاالٰہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے — صاحب کوثر شہِ جودو عطا کا ساتھ ہو

یاالٰہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر — سید بے سایہ کے ظلِّ لوا کا ساتھ ہو

یاالٰہی گرمیٔ محشر سے جب بھڑکیں بدن — دامنِ محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو

یاالٰہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگیں — عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو

یاالٰہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں — ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو

یاالٰہی جب حساب خندۂ بیجا رلائے — چشم گریان شفیع مرتجےٰ کا ساتھ ہو

یاالٰہی رنگ لائیں جب مری بے باکیاں — انکی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو

یاالٰہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط — آفتاب ہاشمی نورالہدیٰ کا ساتھ ہو

یاالٰہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے — رب سلّم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو

یاالٰہی جو دعائے نیک میں تجھ سے کروں — قدسیوں کے لب کے امین ربّنا کا ساتھ ہو

یاالٰہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے — دولت بیدار عشق مصطفےٰ کا ساتھ ہو

মুনাজাত

কৃত: ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত

মাওলানা শাহ্ আহমদ রেযা খান [রাহমাতুল্লাহি আলায়হি]

উচ্চারণ

এয়া এলাহী হার জাগাহ্ তেরী 'আতা কা সাথ হো!
জব পড়ে মুশকিল শাহে মুশকিল কোশা কা সাথ হো!
এয়া এলাহী ভু-ল জা-ওঁ নায'ই কী তাকলীফ কো,
শাদী-ই দীদার হুস্নে মোস্তফা কা সাথে হো!
এয়া এলাহী গোরে তীরাহ্ কী জব আয়ে সখত রাত,
উন্কে পেয়ারে মূঁহ্ কী সোব্হে জাঁ-ফেযা কা সাথ হো!
এয়া এলাহী জব পড়ে মাহ্শার মে শোরে দারো গীর,
আম্ন দেনে ওয়ালে পেয়ারে পেশাওয়া কা সাথ হো!
এয়া এলাহী জব যবানেঁ বাহের আয়েঁ পিয়াস সে,
সা-হেবে কাওসার শাহে জূদ ও 'আতা কা সাথ হো!
এয়া এলাহী সারদ্মুহরী পর হো জব খুরশীদে হাশর,
সাইয়্যেদে বে-সায়াহ্ কে যিল্লে লেওয়া কা সাথ হো!
এয়া এলাহী গরমীয়ে মাহ্শার সে জব ভড়কেঁ বদন,
দা-মনে মাহবূব কী ঠাণ্ডী হাওয়া কা সাথ হো!
এয়া এলাহী নামা-ই আ'মাল জব খুলনে লাগেঁ,
'আয়বে পোশে খাল্ক্ব সাত্তারে খাতা কা সাথ হো!
এয়া এলাহী জব বহেঁ আখেঁ হেসাবে জুরম্ মে,
উন তাবস্সুম-রায়য্ হোঁটোঁ কী দো'আ কা সাথ হো!
এয়া এলাহী জব হেসাবে খান্দায়ে বায়জা রোলায়ে,
চশ্মে গিরিয়ানে শফী'-ই মুরতাজা কা সাথ হো!
এয়া এলাহী রঙ্গ লায়েঁ জব মেরী বে-বাকিয়াঁ,
উন্কী নীচী নীচী নযরোঁ কী হায়া কা সাথ হো!
এয়া এলাহী জব চলোঁ তারীক রা-হে পুল-সেরাত্ব,
আ-ফতাবে হাশেমী নূরুল হুদা কা সাথ হো!
এয়া এলাহী জব সরে শমশীর পর চলনা পড়ে,
'রাব্বি সাল্লিম' কাহনে ওয়ালে গমযাদাহ্ কা সাথ হো!
এয়া এলাহী জো দু'আয়ে নেক মাইঁ তুঝ্ সে করোঁ,
ক্ব-দসিয়োঁ কে লব্কে 'আ-মীঁ রাব্বানা' কা সাথ হো!
এয়া এলাহী জব রেযা খাবে গেরাঁ সে সর উঠায়ে,
দওলতে বে-দার ইশক্বে মোস্তফা কা সাথ হো!

বঙ্গানুবাদ-

এয়া এলাহী! তব দান সদা যেন সঙ্গে থাকে!
সঙ্কট হলে তখন যেন মুক্তিদাতা সঙ্গে থাকে!
এয়া এলাহী! যাবো ভুলে তবে আমি মরণ-জ্বালা,
সুন্দরতম মোস্তফার দীদার যদি ভাগ্যে থাকে ।
এয়া এলাহী! আসবে যখন আঁধার গোরের কঠিন রাত,
নূরী নবীর চেহারা যেন ঊষার মত দীপ্ত থাকে!
এয়া এলাহী! হাশর মাঠে পড়লে গোল ধর-পাকড়ের,
ত্রাণকর্তা দয়ালু নবীর শরণ যেন সঙ্গে থাকে!
এয়া এলাহী! কঠিন তৃষায় জিহ্বা যবে বেরিয়ে আসে,
'কাওসার'-এরই মালিক দাতার দান যেন মোর সঙ্গে থাকে!
এয়া এলাহী! হাশর-রবির হবে যখন ভীষণ তাপ,
ছায়াবিহীন নূর-নবীর ঝাণ্ডা যেন ছাইয়ে থাকে!
এয়া এলাহী! রোজ হাশরের তাপ জ্বালাবে যখন কায়া,
প্রিয় নবীর দামন যেন শীতল বায়ু দানতে থাকে!
এয়া এলাহী! আমলনামা খুলে যখন প্রকাশ পাবে,
সৃষ্টি-পাপ গোপনকারীর আঁচল যেন ঢাকা থাকে!
এয়া এলাহী! অশ্রুধারায় করলে সিক্ত পাপ-তালিকা,
ওই হাস্যোজ্জ্বল ওষ্ঠদু'টির দো'আ যেন সঙ্গে থাকে!
এয়া এলাহী! হাস্যোল্লাস কাঁদায় যখন রক্তাশ্রু,
আশার আধার শফী'র যেন মুক্তাশ্রু সঙ্গে থাকে!
এয়া এলাহী! বল্গাছেঁড়া কর্ম যখন দেখতে পাবো,
নিচু-লাজুক ওই দৃষ্টির কৃপা যেন সঙ্গে থাকে!
এয়া এলাহী! চলব যখন পুল-সেরাতের আঁধার রাহে,
হিদায়তের নূর- হাশেমীর সূর্য যেন সঙ্গে থাকে!
এয়া এলাহী! অসির ধারে চলতে হবে যেই ক্ষণে,
'রাব্বি সাল্লিম' বলেন যিনি, তিনি যেন সেথা থাকে!
এয়া এলাহী! বৈধ যতো যাচবো আমি তোমার সনে,
ওই দো'আতে পুণ্যাত্মাদের 'আ-মী-ন' যেন সঙ্গে থাকে!
এয়া এলাহী! নিদ্রা কেটে জাগে যবে রেযার শির,
নবী-প্রেমের বিনিদ্র ধন তখন যেন সঙ্গে থাকে ।

---<>---